Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 07, 1432 Bangla, January 21, 2026, Wednesday, No. 21, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Adviser Dr. Muhammad Yunus has emphasized the urgent recovery of looted weapons to ensure law and order ahead of the upcoming February 12 parliamentary elections and referendum. (Jago FM: 14)

Nicolas Weeks, Swedish ambassador to Bangladesh, expressed satisfaction with the preparation of EC to combat disinformation surrounding the national polls & assured cooperation if needed. (Jago FM: 17)

Police have arrested a professional fraudster for allegedly impersonating Home Affairs Adviser & sending WhatsApp messages to a DC, providing misleading information about elections and demanding money. (Jago FM: 19)

Religious Affairs Adviser calls for filing a complaint to EC with appropriate evidence if any govt official participates in campaigning for any party or candidate at the district or upazila level. (Jago FM: 15)

Youth and Sports Adviser Asif Nazrul has said Bangladesh will not accept any unreasonable conditions if the ICC creates pressure on country under influence from the Indian Cricket Board. (Jago FM: 14)

The Detective Branch of DMP has arrested Mohammad Rassel, Managing Director of the e-commerce platform Evaly and his wife & company's Chairperson, Shamima Nasrin from Dhanmondi of the capital. (BBC: 06)

Energy Advisor Muhammad Fouzul Kabir Khan has expressed hope that the ongoing LPG crisis in the country will end before Ramadan. (Jago FM: 17)

According to police data, snatching in the country increased by 37% and robberies increased by 43% in 2025 compared to the previous year. (DW: 13)

The news that British lawyer Toby Cadman is no longer serving as special adviser to Int'l Crimes Tribunal Chief Prosecutor Mohammad Tajul Islam has sparked curiosity among many in Bangladesh. (BBC: 07)

The organisers of the International Kolkata Book Fair have said Bangladeshi publishers will not be able to participate in the Fair this year as well like the last year. (BBC: 03)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ০৭, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২১, ২০২৫, বুধবার, নং- ২১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আগে লুট হওয়া অস্ত্র দ্রুত উদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। (জাগো এফএম: ১৪)

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে অপতথ্য মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে সুইডেনের প্রতিনিধিদল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং প্রয়োজন হলে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। (জাগো এফএম: ১৭)

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ছদ্মবেশে একজন জেলা প্রশাসকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো, নির্বাচন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান এবং অর্থ দাবি করার অভিযোগে পেশাদার প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। (জাগো নিউজ: ১৯)

জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করলে উপযুক্ত প্রমাণসহ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করার অহ্বান জানান ধর্ম উপদেষ্টা ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসেন। (জাগো এফএম: ১৫)

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চাপে আইসিসি কোনো অযৌক্তিক শর্ত চাপিয়ে দিলে বাংলাদেশ তা মানবে না বলে মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। (জাগো এফএম: ১৪)

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেল, তার স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। (বিবিসি: ০৬)

রোজার আগেই এলপিজি সংকট কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। (জাগো এফএম: ১৭)

পুলিশের দেওয়া তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে দেশে আগের বছরের তুলনায় ছিনতাই বেড়েছে ৩৭ শতাংশ এবং ডাকাতি বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। (ডয়েচে ভেলে: ১৩)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বিশেষ পরামর্শক পদে ব্রিটিশ আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান আর না থাকার খবর নিয়ে অনেকের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। (বিবিসি: ০৭)

আন্তর্জাতিক কোলকাতা বইমেলায় এবছরও বাংলাদেশের প্রকাশকরা যোগ দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন মেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড। (বিবিসি: ০৩)

বিবিসি

কড়াইল বস্তিতে ছোট ফ্ল্যাট বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারেক রহমান

ঢাকায় কড়াইল বস্তিতে ফ্ল্যাট বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মঙ্গলবার বিকেলে, বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মাঠে কড়াইলবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে এই প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মি. রহমান বলেন, "আমরা এখানে উঁচু উঁচু বড় বিল্ডিং করে দিতে চাই আল্লাহর রহমতে। এইখানে যে মানুষগুলো থাকেন, তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে আমরা প্রতিটি ছোট ফ্ল্যাট করবো এবং সেগুলো তাদের নামে দিতে চাই আমরা।" একইসাথে কড়াইল বস্তির মা-বোনদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড নামে একটি কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। দালানে বসবাসকারী সন্তানদের মতো কড়াইল বস্তির সন্তানদেরও সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা চাই দালানে যে থাকে, তার সন্তান যেমন শিক্ষার সুবিধা পাবে, ঠিক একইভাবে কড়াইল বস্তিতে যে মানুষগুলো থাকে, তাদের যারা সন্তান আছে, তারাও ঠিক একইভাবে দালানের সন্তানদের মতো একইভাবে বিদেশি ভাষা শিখতে পারে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশকে যোগ দিতে দিলেন না আয়োজকরা

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় এবছরও বাংলাদেশের প্রকাশকরা যোগ দিতে পারবেন না। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের প্যাভেলিয়ন থাকবে না। এর আগে, প্রতিবছরই বাংলাদেশের অনেক প্রকাশক কলকাতা বইমেলায় আসতেন এবং সেখানে প্রচুর ভিড়ও যেমন হতো, তেমনই বাংলাদেশি লেখকদের বই বিক্রিও হতো অনেক। তবে, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের বিক্ষোভ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসার পর গত বছর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল না, এবছরও তারা থাকছেন না। কলকাতা বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চ্যাটার্জি মঙ্গলবার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বাংলাদেশের তরফে এবার মেলায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু আমরাই তাদের যোগ দিতে দিচ্ছি না।" কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসের সূত্রগুলোও নিশ্চিত করেছে যে, এবারের বইমেলায় যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছিল। "ভারত-বাংলাদেশের এখন যা সম্পর্ক, তাতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবুজ সংকেত ছাড়া বাংলাদেশকে মেলায় যোগদান করার ছাড়পত্র দিতে পারছে না গিল্ড। সেই সবুজ সংকেত আসেনি, তাই বাংলাদেশ মেলায় থাকছে না। তবে যদি এখানকার কোনও স্টলে বাংলাদেশের বই কেউ রাখেন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই," বিবিসিকে বলছিলেন মি. চ্যাটার্জি। নিয়মিত মেলায় যোগ দিত আরেকটি যে দেশ, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এবারের বইমেলায় থাকবে না, কারণ তাদের "বাজেট অ্যালোকেশন হয়নি" বলেও জানিয়েছেন মি. চ্যাটার্জি। তবে এই প্রথমবারের মতো ইউক্রেন বইমেলায় যোগ দেবে এবং ১৫ বছর পরে চীনের প্যাভেলিয়ন থাকবে মেলায়। আর্জেন্টিনা এবারের বইমেলার থিম দেশ। মোট ২১টি দেশ এবং এক হাজারের ওপরে স্থানীয় ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রকাশকরা স্টল দেবেন। আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। এটি বিশ্বের বৃহত্তম অ-বাণিজ্যিক বইমেলা, অর্থাৎ যেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, সাধারণ মানুষ বই কিনতে পারেন। আবার জনসমাগমের দিক থেকেও এই বইমেলা বিশ্বে এক নম্বরে রয়েছে। সল্ট লেকের স্থায়ী 'বইমেলা প্রাঙ্গণ'-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মেলার উদ্বোধন করবেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপনে ৭১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা বরাদ্দ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে সারা দেশে ২১ হাজার ৯৪৬টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য ৭১ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম সভায় এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিকেলে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এই তথ্য জানান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করেছে। মি. মজুমদার বলেন, সারা দেশে প্রায় ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬ হাজার ৫৫২টি কেন্দ্রে আগে থেকেই সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলোতে নতুন করে ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ২১ হাজার ৯৪৬টি কেন্দ্রকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে সিসিটিভি বসানোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দের আওতায় প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে কমপক্ষে ছয়টি করে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে উল্লেখ করে তিনি জানান, ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার বাইরে থাকা কেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় প্রশাসন, সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে সব জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং অনেক এলাকায় তা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

জামায়াত জোটে ভাঙনের প্রভাব ভোলার নির্বাচনি মাঠে

'কেউ যদি আমাগোরে ডাকে তাইলে ভোট দিতে যামু, নাইলে আর গিয়া কী করমু,' এভাবেই ভোট নিয়ে নিজের আগ্রহের কথা বলছিলেন ভোলার বিবি ফাতেমা। ভূমিহীন মৎস্যজীবী মিজ ফাতেমা ভোলা-৩ সংসদীয় আসনের

একজন ভোটার। ছোটবেলা থেকেই মেঘনার বুকে ছোট্ট নৌকায় তার বসবাস। জীবিকার তাগিদে ভোটের আমেজ অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে মেঘনার কূল ঘেঁষে বসবাস করা জেলে পল্লীর মানুষের কাছে। "আমাগো তো ভাগ্যে কিছু নাই, আমাগো জন্য কেউ তো কিছু করে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ভোলা খাল এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ হাসান। নির্বাচনের আগে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসেবে বিস্তর ফারাক নদী ভাঙন কবলিত এলাকার এই মানুষগুলোর কাছে। যদিও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে দীর্ঘদিন ভোট দিতে না পারার আক্ষেপও রয়েছে অনেকের। দ্বীপ জেলা ভোলার শহর-বাজারে ভোটের সমীকরণ নিয়ে নানা আলোচনা থাকলেও প্রত্যন্ত এলাকায় ভোটের আমেজ এখনো খুব একটা নেই। অবশ্য কয়েকদিন আগে পর্যন্তও পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। ভোলার নির্বাচনি রাজনীতির সমীকরণ হঠাৎ বদলে যাওয়ায় ভোট নিয়ে আলোচনা আর কৌতূহল অনেকটাই কমেছে। মূলত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি- দ্বীপ জেলা ভোলার নির্বাচনি ইতিহাসে এই দুই দলই ঘুরেফিরে এসেছে ক্ষমতায়।

তবে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবর্তমানে নতুন শক্তি হিসেবে সামনে আসার আলোচনায় ছিল জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী আন্দোলনসহ ১১ দলের সমন্বয়ে গঠিত জোট। ভোলার একাধিক আসনে এই জোটের প্রার্থীরা বিএনপিকে শক্ত চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে বলেও মনে করেছিলেন অনেকে। কিন্তু শেষমেষ জামায়াত জোট থেকে ইসলামী আন্দোলন সরে যাওয়ায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। জেলার সাধারণ ভোটার এবং নাগরিক সমাজের অনেকেই বলছেন, জামায়াত এবং ইসলামী আন্দোলন এক হলে ভোলার অন্তত তিনটি আসনে বিএনপির সঙ্গে লড়াইয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন "বিএনপির জন্য ভোটের পরিবেশটা অনেকটা একপেশে হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। আর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্ভাবনা না থাকলে ভোট নিয়ে উদ্দীপনাও কমই থাকে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ভোলার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম অনু। যদিও নির্বাচনি ঐক্য না থাকলেও, নিজেদের প্রার্থী দিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুতির কথা বলছে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন। নির্বাচনে জয়ী হতে মাঠে থাকার কথা বলছেন অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও।

প্রতীক বরাদ্দের পর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচারণায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভোলার চারটি সংসদীয় আসনের প্রার্থীরা। ভোটের হিসেবে কোন দলের প্রার্থী এগিয়ে এ নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে জেলার সাধারণ ভোটারদের মধ্যে। যেখানে ঘুরেফিরেই আসছে বিএনপি এবং জামায়াতের জোট প্রসঙ্গ। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে এই জেলার চারটি সংসদীয় আসনে ঘুরে ফিরে দখল ছিল আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা তোফায়েল আহমেদের বাইরে ভোলার রাজনীতিতে অন্যতম নাম বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জু। অতীতের সংসদ নির্বাচনে কোনো আসনে বিএনপি কিংবা কোনো আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হলেও, ভোলায় কখনই জয় পায়নি জামায়াতে ইসলামী কিংবা ইসলামী আন্দোলন। ভোলা সদর থেকে ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত হন সাবেক মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জু। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ থেকে তোফায়েল আহমেদ এমপি হলেও, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আসনটি দখলে ছিল বিএনপির। ২০০৮ সালে বিএনপি ছাড় দেওয়ায়, এই দলের সমর্থন ও প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। এবারও মি. পার্থকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে গেছেন এই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর। যা বিজেপির জয়ের পথকে সহজ করেছে বলেই মনে করেন ভোলা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মোতাসিম বিল্লাহ।

ভোলা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব রাইসুল আলম বলছেন, দলের প্রার্থী না থাকা নেতা-কর্মীদের জন্য কষ্টের। তবে "কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে দল সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে প্রস্তুত আমরা," বলেন তিনি। এছাড়া, বাকি তিনটি আসনে বিএনপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেও আশা মি. আলমের। ভোলা সদর আসনে মি. পার্থের বিপরীতে লড়বেন জেলা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের ওবায়দুর রহমান। শুরুতে এই আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা ছিল বলে জানান ভোটারদের অনেকে। আসনটি শুরুতে ইসলামী আন্দোলনকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল জামায়াত। কিন্তু জোটের ভাঙনে এখন দল দুটির প্রার্থী আলাদাভাবেই নির্বাচন করবেন। সব মিলিয়ে, ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে ইসলামী আন্দোলন না থাকা এবং স্থানীয় বিএনপির সমর্থন পাওয়ায়, ভোটের সমীকরণ একপেশে হয়ে গেছে বলে মনে করেন জেলা বিএনপি এবং বিজেপি নেতারা। বোরহানউদ্দিন এবং দৌলতখান এলাকা নিয়ে ভোলা-২ সংসদীয় আসন। এই আসনে ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ। ২০০১ সালে আসনটি বিএনপির দখলে এলেও ২০০৮ সালে এই আসনে ফের আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ এমপি হন। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা আলী আজম মুকুল। এখানে নতুন করে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করছে বিএনপি। ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবেন সাবেক সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহিম। এখানে বিএনপির একক প্রার্থী থাকলেও, জোটের প্রার্থী নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা কাটেনি জামায়াত কিংবা শরিক দলের। জামায়াতের প্রার্থী জেলা জামায়াতের সাবেক আমির মো. ফজলুল করিম ছাড়াও, ভোটের মাঠে আছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, এলডিপি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী।

ভোলার নদীভাঙন কবলিত লালমোহন-তজুমদ্দীন এলাকায় বিএনপি প্রার্থী দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই আসনে সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়া, এরশাদ আমলেও জয়ী হয়েছিলেন মি. আহমেদ। ২০১০ সালে ফেব্রুয়ারির উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়ে এই আসনের সংসদ সদস্য হন নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন। ধানের শীষের বিপরীতে এই আসনে জোটের শরিক বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা বিডিপি মহাসচিব নিজামুল হককে সমর্থন দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এছাড়া, ইসলামী আন্দোলন এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীও রয়েছেন এখানে। এলাকার ভোটারদের অনেকে বলছেন, জামায়াত জোটের ভাঙন মেজর হাফিজের জয়ের পথ আরও সহজ করেছে। চরফ্যাশন এবং মনপুরা নিয়ে ভোলা-৪ সংসদীয় আসনে জেলার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটার। পাঁচ লাখের বেশি ভোটারের এই আসনে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি হন সাদ জগলুল ফারুক। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের এম এম নজরুল ও ১৯৯২ সালের উপ-নির্বাচনে একই দলের জাফর উল্যাহ চৌধুরী জয়ী হলেও ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে বিএনপি থেকে জয়ী হন নাজিম উদ্দিন আলম। পরবর্তীতে ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দখলে চলে যায় আসনটি। এবারের ভোটে যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়ায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নাজিম উদ্দিন আলমের সমর্থকদের অসন্তোষ রয়েছে। যদিও দুইপক্ষের ঝামেলা এড়াতে নাজিম উদ্দিনকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করেছে বিএনপি।

এই আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল। এছাড়া, জাতীয় পার্টি, আমজনতার দল এবং এনডিএম-এর প্রার্থীরাও লড়বেন। এই আসনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছে জামায়াতের প্রার্থী। জেলার নায়েবে আমির বলছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ভোটের মাঠে পুরোনো হিসাব বদলে দিতে পারবেন তারা।

ভোটারদের কেন্দ্রে আনাই মূল চ্যালেঞ্জ

তেঁতুলিয়া এবং মেঘনা নদী ঘেরা দ্বীপ জেলা ভোলার অনেক এলাকা বেশ দুর্গম। এলাকার নদী ভাঙন রোধ, ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ দীর্ঘদিনের নানা দাবি পূরণ না হওয়ায় হতাশাও রয়েছে অনেক। "ভোটের আগে অনেক আশ্বাস দিলেও, ভোটের পরই সব ভুলে যায়, ভোট দিয়ে কী হবে," এভাবেই নিজের হতাশার কথা বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ভোলা-২ সংসদীয় আসনের ভোটার মোহাম্মদ হিরণ। ভোট দেওয়ার আগ্রহের কথাও জানিয়েছেন ভোটারদের কেউ কেউ। "দীর্ঘদিন ভোট দিতে পারি না, আমরা চাই সরকার একটা ভালো ভোট দিক, যাতে আমরা ভালো পরিবেশে ভোট দিতে পারি," বিবিসি বাংলাকে বলেন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মহীউদ্দিন। ইসলামী দলগুলোর 'ওয়ান বক্স পলিসি' বা এক বাক্সে ভোট আনার প্রচেষ্টা ভেস্তে যাওয়ায়, ভোলার নির্বাচনে কী ফলাফল হতে চলেছে, সেটি ভোটারদের কাছে স্পষ্ট বলে মনে করেন স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অনেকে। প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম অনু বলছেন, প্রত্যন্ত চর এলাকার ভোটাররা এমনিতেই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে থাকেন। "ভোলার আসনগুলোতে ইসলামী আন্দোলন এবং জামায়াত মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস দিয়েছিল, সেটা ভেস্তে যাওয়ায় মানুষেরও ভোট নিয়ে আগ্রহ কমে গেছে," বলেও মনে করেন তিনি। এছাড়া, বিএনপির বাইরে অন্য যে প্রার্থীরা ভোটের মাঠে লড়াই করছেন, তাদের বেশিরভাগই এলাকায় খুব একটা পরিচিত নন বলেও জানান তিনি। "মানুষ তো অনেক প্রার্থীকে চেনেই না ভোট দেবে কীভাবে। অনেক ক্ষেত্রে চিনলেও ভোট দিয়ে কী হবে, এমন মানসিকতা ভোটারদের কেন্দ্রে না আসার কারণ হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. অনু। তবে দীর্ঘদিন ভোট দিতে না পারায় অনেকের মধ্যে ভোট দেওয়ার আগ্রহ রয়েছে বলেও জানান তিনি। প্রার্থীদের প্রচারণা এবং ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ সরকার নিশ্চিত করতে পারলে, ভোটাররা কেন্দ্রমুখী হবেন বলেও মনে করেন মি. অনু।

প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব

ভোলা জেলার নির্বাচনি প্রেক্ষাপট বেশ বৈচিত্র্যময়। কেবল রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদের কারণেও অত্যন্ত কৌশলগত একটি জেলা এটি। ভোটের আগে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব মেলাচ্ছেন ভোলার ভোটাররা। দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের জন্য 'ভোলা-বরিশাল' সেতু নির্মাণ, গ্যাসভিত্তিক শিল্পকারখানা স্থাপনসহ উন্নয়ন ও অগ্রগতি এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান চাওয়া। এই দ্বীপ জেলার সাধারণ মানুষ মৎস্য ও কৃষি পেশার সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি আসনেই এই পেশার মানুষের হার উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে ভোলা-৩ ও ভোলা-৪ আসনে সবচেয়ে বেশি। চব্বিশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই জেলার মৎস্যজীবীদের ওপর চাঁদাবাজির হার বেড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে থাকা এসব অভিযোগ ভোটের ব্যালটে প্রভাব ফেলবে বলেও মনে করেন অনেকে। এবারের নির্বাচনে তরুণ এবং নারী ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভোলাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভোলার উন্নয়নে পাঁচ দফা দাবিতে ক'দিন আগেই জেলার চরফ্যাশন থেকে পায়ে হেঁটে ও নদী সাঁতরে ঢাকায় গিয়েছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের একটি দল। ভোলা সরকারি কলেজ মাঠে তাদের সঙ্গে কথা হয় বিবিসি বাংলার। রাইম ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, ভোলার মানুষের সংকট মেটাতে পারবে এমন প্রার্থীকেই ভোট দেবেন তারা। "আমরা সব সময় প্রতারিত হয়েছি। আগের অনেক সরকার আমাদেরকে উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু কেউই কথা রাখেনি," বলেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীদের ইশতেহার দেখে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন ভোলার তরুণ ভোটাররা। বলছেন, প্রার্থীরা

ভোলার উন্নয়নে কী করবেন, কীভাবে করবেন, এর একটা পরিকল্পনাও দেখতে চান এই তরুণরা। নারীরা যাতে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেন, সেই পরিবেশের নিশ্চয়তা চান নাসরিন জাহান নামে একজন ভোটার। তিনি বলছেন, "আমাদের ইচ্ছা আছে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন থাকে সেটি গুরুত্বপূর্ণ।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

হাদি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে আরো সময় পেলো সিআইডি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে আরো পাঁচদিন সময় দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার এই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা ছিল। আগামী ২০ জানুয়ারি তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি বিচারিক আদালত। সিআইডির জনসংযোগ বিভাগের মুখপাত্র জসীম উদ্দিন খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, মামলাটি গত বৃহস্পতিবার সিআইডিকে তদন্তের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে গত ৬ জানুয়ারি অভিযোগপত্র দেয় ডিবি পুলিশ। ওই অভিযোগপত্রের ওপর আপত্তি জানিয়ে নারাজি আবেদন করে মামলাটির বাদী ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। পরে এই মামলার তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন আদালত। গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি গণসংযোগের সময় বিজয়নগর এলাকায় গুলিতে নিহত হন মি. হাদি। ঢাকা-৮ আসন থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

ইভ্যালির রাসেল ও শামীমাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেল, তার স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাত আনুমানিক ১২টা ১০ মিনিটে ধানমন্ডিতে এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ রাসেল ও শামীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় সর্বমোট ৩৯১টি পরোয়ানা রয়েছে। পুলিশ দাবি করেছে, এই দুই ব্যক্তি দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

চাঁনখারপুলে ছয়জনকে হত্যার মামলার রায় পিছিয়ে ২৬ জানুয়ারি নির্ধারণ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার চাঁনখারপুলে ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আটজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়ে আগামী ২৬ জানুয়ারি ঠিক করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। মঙ্গলবার এই রায় ঘোষণার জন্য পূর্বনির্ধারিত দিন ধার্য ছিল। পরে আজ তা পিছিয়ে দিয়েছে ট্রাইবুনাল-১। এ মামলার আট আসামির মধ্যে গ্রেফতার রয়েছে চার আসামি। সকালে তাদেরকে ট্রাইবুনালে হাজির করা হয়। পলাতক বাকি চার আসামি হলেন- ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার শাহ আলম, মো. আখতারুল ইসলাম এবং রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল। গত বছরের ১৪ জুলাই আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চাঁনখারপুল এলাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলাকালীন সময়ে পুলিশ গুলি চালালে ছয়জন নিহত হন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

নতুন চারটি থানা অনুমোদন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'রাজস্ব নীতি বিভাগ' এবং 'রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ' নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ১১৯তম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে নিকারের এটিই প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই বিভাগ গঠনের বিষয়ে ইতোমধ্যেই রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার। সরকারের রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দু-টি প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। একইসাথে 'স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ' ও 'স্বাস্থ্য শিক্ষা' ও 'পরিবার কল্যাণ বিভাগ' দু-টিকে এক করে 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়' পুনর্গঠন করার প্রস্তাবও এই বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়' করার প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে। একইসাথে গাজীপুর জেলায় পূর্বাচল উত্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলায় পূর্বাচল দক্ষিণ, কক্সবাজার জেলায় মাতারবাড়ি নামে তিনটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এছাড়া, নরসিংদী জেলার রায়পুরাকে ভেঙে আরো একটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে নিকারের সভায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

রাজধানী ঢাকায় দুই বছরের আগে বাড়ি ভাড়া বাড়ানো যাবে না

রাজধানী ঢাকায় দুই বছর পরপর বাড়ি ভাড়া বাড়ানো যাবে, এমন নির্দেশনা দিয়ে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। একইসাথে জুন-জুলাই মাসে এই ভাড়া বাড়ানো, মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ করা এবং বাড়িভাড়ার বার্ষিক পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বাড়ির বাজারমূল্যের শতকরা ১৫ ভাগের বেশি যাতে না হয়, সেটিও ডিএনসিসির এই নির্দেশিকায় রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ এক সংবাদ সম্মেলনে এই নির্দেশিকার কথা জানান। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় এক থেকে তিন মাসের বেশি অগ্রিম ভাড়া নেওয়া যাবে না এবং আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি বাতিল করতে হলে দুই মাসের নোটিশ দিয়ে দুইপক্ষই ভাড়ার চুক্তি বাতিল করতে পারবে, এমন বিষয়সহ ১৬টি নির্দেশিকা দিয়েছে ডিএনসিসি। বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯১-এর আলোকে এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া দুই পক্ষকেই এই নির্দেশিকার বিষয়বস্তু মেনে চলতে হবে বলে জানিয়েছে ডিএনসিসি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

সরকারি চাকরিজীবীরা 'খুশি হবেন' এমন পে-স্কেলের কথা জানালেন অর্থ উপদেষ্টা

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল ৫টায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে পে কমিশনের সুপারিশ জমা দেওয়া হবে। আজ মঙ্গলবার এ কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, "সরকারি চাকরিজীবীরা পে-স্কেল পেয়ে খুশি হবেন এমন সুপারিশই প্রতিবেদনে থাকবে।" বুধবার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় অর্থ উপদেষ্টা পে কমিশনের প্রধান জাকির আহমেদ খানসহ সব সদস্যদের নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই প্রতিবেদন জমা দেবেন বলে জানান তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

জামায়াতে ইসলামীর আমিরসহ সাত নেতাকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ ইসির

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানসহ দলটির সাত জন নেতাকে 'উপযুক্ত' নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ইসির নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখার উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত একটি চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই চিঠিতে বলা হয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের নিরাপত্তা চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন করেছেন। এছাড়াও, গাজীপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. মজিবুর রহমানের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে ইসি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

ট্রাইবুনালে টবি ক্যাডম্যানের না থাকা নিয়ে আলোচনা, পাল্টাপাল্টি বক্তব্য

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বিশেষ পরামর্শক পদে ব্রিটিশ আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান আর না থাকার খবর নিয়ে বাংলাদেশে অনেকের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। মি. ক্যাডম্যানের না থাকার খবরটি প্রথম এসেছে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যানের ফেসবুক ও এক্স-হ্যান্ডেলে দেওয়া পোস্টের মাধ্যমে, যা পরে নিশ্চিত করেছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। গত নভেম্বেরেই টবি ক্যাডম্যানের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি শেষ হয়েছে। মি. ক্যাডম্যানকে উদ্ধৃত করে ডেভিড বার্গম্যান লিখেছেন যে, সরকার তার মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেও তিনি তাতে রাজি হননি। কিন্তু, কেন তিনি চিফ প্রসিকিউটরের বিশেষ পরামর্শক পদে নতুন করে থাকতে চাননি, সেটি তিনি প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে, সোমবার বিকেলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালর চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান যে, মি. ক্যাডম্যানের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং আইন মন্ত্রণালয় তার সাথে নতুন করে কোনো চুক্তিতে যাবে না বলে জানিয়েছে।

এর আগে, ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর চিফ প্রসিকিউটরের বিশেষ পরামর্শক (স্পেশাল অ্যাডভাইজর) পদে টবি ক্যাডম্যানকে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর তার মেয়াদ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাজুল ইসলাম। তিনি বিশেষ পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে লিখেছিল, "টবি ক্যাডম্যানের ভূমিকা হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-সংক্রান্ত সব বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটরকে পরামর্শ দেওয়া।"

কৌতূহল ও আলোচনা কেন

টবি ক্যাডম্যান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচারের সময়ে অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, তখন ঢাকায় বিমানবন্দর থেকেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সরকার। ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই ঢাকায় আসেন টবি ক্যাডম্যান। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই ঢাকায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে দেখা করেছিলেন। এরপর নভেম্বরে তিনি চিফ প্রসিকিউটরের স্পেশাল অ্যাডভাইজর বা বিশেষ পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পান। এখন তার পদত্যাগ কিংবা মেয়াদ না বাড়ানোয় চলে যাওয়ার খবর নিয়ে অনেকের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে এবং নানা ধরনের আলোচনাও হচ্ছে। আর এই কৌতূহল ও আলোচনার একটি কারণ হলো, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটরের বিশেষ পরামর্শক পদ থেকে তার সরে যাওয়ার খবরটি প্রকাশ হলো

ট্রাইবুনালে দ্বিতীয় রায় ঘোষণার জন্য নির্ধারিত তারিখের আগের দিন। আজ মঙ্গলবার ওই রায় দেওয়ার তারিখ নির্ধারিত থাকলেও, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়ে আগামী ২৬ জানুয়ারি ঠিক করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার চাঁনখারপুলে ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ মোট আসামি আটজন। তবে মি. রহমানসহ ৪ জন আসামি পলাতক।

এদিকে, এর আগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার প্রথম রায়ে তিনটি ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অপর তিনটি ঘটনায় তাদের দু-জনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাদের আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করার পর গত ১৫ জানুয়ারি আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত শুনানির তারিখ ২০ জানুয়ারি নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু আজ সেটি মামলার কার্যতালিকায় আসেনি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালের ওই মামলায় চিফ প্রসিকিউটরের পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন টবি ক্যাডম্যান। এছাড়া, জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টারে (জেআইসি) সংঘটিত গুমের অভিযোগে দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাও এখন চলছে। এই মামলায় শেখ হাসিনার সাথে আসামি করা হয়েছে বর্তমান ও সাবেক ১২ সেনা কর্মকর্তাকে। মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের সেনা হেফাজতে রেখে শুনানির জন্য সেখান থেকে ট্রাইব্যুনালে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য শেখ হাসিনার শাসনামলে ২০১০ সালে যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছিল, সেখানে জামায়াতে ইসলামীর একাধিক শীর্ষ নেতা ও বিএনপি নেতাদেরও বিচার হয়েছে, অনেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। পরে ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরে অক্টোবরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল পুনর্গঠন করা হয়। এরপর ট্রাইবুনাল আইনে বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইবুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলা (মিসকেস বা বিবিধ মামলা) হয়। এই ট্রাইবুনালে এক সময় জামায়াত নেতাদের পক্ষে যারা আইনজীবী হিসেবে ছিলেন, তারাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে ট্রাইবুনালের প্রসিকিউশনে রয়েছেন। সে কারণেই শেখ হাসিনার বিচারিক প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বারবার বলে আসছেন, "এই বিচার প্রতিহিংসার নয়, প্রতিশোধের নয়।"

খবরটি যেভাবে আসে

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে কাজ করা ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে লেখালেখির কারণে বাংলাদেশের সুপরিচিত। এখন তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে ২০২৪ সালের জুলাই আগস্টে সংঘটিত ঘটনাগুলোর জন্য হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার কার্যক্রম নিয়েও নিয়মিত লেখালেখি করছেন। সোমবার বিকেলে তিনি তার ফেসবুক পাতায় লিখেন: "ব্রেকিং: যুক্তরাজ্যের ব্যারিস্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞ টবি ক্যাডম্যান দেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চিফ প্রসিকিউটরের স্পেশাল অ্যাডভাইজরের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।" কোনো কারণ এখনো বলা হয়নি। এই সংবাদ এমন সময় এসেছে যার পরদিন আইসিটি ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় রায় দেওয়ার কথা। ওই অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হয়। তিনি পরে তার এই পোস্টে যোগ করেন: "টবি ক্যাডম্যান তার মন্তব্য দিয়েছেন, "আমার চুক্তি নভেম্বরে শেষ হয়েছে এবং আমাকে মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি মেয়াদ না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার সরে যাওয়ার কারণ বলা সমীচীন হবে না।" পরে ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোকে ক্যাডম্যান জানান যে, তিনিই তার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যানকে জানিয়েছেন। পত্রিকাটিকে তিনি একই সাথে জানান যে, তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রধান উপদেষ্টা ও আইন উপদেষ্টাকে জানিয়েছেন। তার দাবি, সরকার তার মেয়াদ ছয় মাসের জন্য বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেও তিনি তা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত আইন মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন।

এদিকে, ক্যাডম্যানের পদত্যাগ বা চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্তের খবর বার্গম্যানের পোস্টের মাধ্যমে জানাজানি হওয়ার পর ওই দিনই নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তাজুল ইসলাম। মি. ইসলাম জানান, টবি ক্যাডম্যানকে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং সরকার প্রথমে এর মেয়াদ বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করেছিল। "টবি নিজেও সরকারকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন, তিনি এক্সটেনশন চান। কিন্তু ফাইনালি আইন মন্ত্রণালয় চিন্তা করে বলে দিল যে, যেহেতু তাদের মেয়াদ মাত্র কয়েক দিন আছে, এ মুহূর্তে আর নতুন করে কোনো অ্যাগ্রিমেন্টে যাবে না," বলেছেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

'দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে বেহেশত' এমন প্রচারণার সমালোচনা বিএনপি মহাসচিবের

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে বেহেশতে যাওয়া যাবে, এমন রাজনৈতিক প্রচারণার সমালোচনা করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, "দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে নাকি বেহেশতে চলে যাওয়া যাবে, হায় হায়

হায়। চিন্তা করেন, তাইলে আর আমার নামাজ পড়া, আল্লাহর কাছে কমপ্লিট সারেন্ডার করা, ঈমান আনা এগুলার দরকার নাই নাকি?" মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকায় একটি আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কারের কথা বলছে, সেটা মি. আলমগীরের দল ২০২২ সালে তুলে ধরেছিল বলেও দাবি করেন তিনি। সংস্কার প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দল যে-সব বিষয়ে একমত হয়েছে সেগুলো ছাড়াও কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন মি. আলমগীর। "সুতরাং সংস্কার যেটুকু হয়েছে, যেটাতে একমত হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো। অবশ্যই আমাদের 'হ্যাঁ' ছিল, 'না' নাই। কিন্তু তোমরা কারসাজি করেছো, তোমরা কিছুটা বেঈমানি করেছো। আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই যেগুলো আমরা একমত হই নাই সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছো, তারপরও আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি," বলেন তিনি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও মেনে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। একইসাথে আগামী নির্বাচনের ফলেই "দেশ লিবারেল ডেমোক্রেসি, নাকি উগ্রপন্থিদের হাতে যাবে, সেটি নির্ধারিত হবে" বলেও মন্তব্য করেন মি. আলমগীর।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুর যেন 'দেশের ভেতর আরেক দেশ'

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর, যেটিকে অনেকেই 'দেশের ভেতর আরেক দেশ' এবং 'সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল' হিসেবে বর্ণনা করেন। মূলত, এর দুর্গম ও পাহাড়ি ভূ-প্রকৃতির কারণে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা এখানে তুলনামূলকভাবে কঠিন। তাই, কার্যত এটি অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) একেএম শহিদুর রহমান নিজেও বলেছেন, "জঙ্গল সলিমপুর, যা একটি সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।" হঠাৎ করে বাংলাদেশে জঙ্গল সলিমপুর নিয়ে আলোচনার কারণ, গত ১৯ জানুয়ারি কয়েকজন 'অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে' গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে র‍্যাবের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত র‍্যাবের সদস্যরাই সেখানে হামলার শিকার হয়ে ফেরত চলে আসে। শুধু তাই নয়, ওই হামলায় র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন এবং আরও তিনজন র‍্যাব সদস্য আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার র‍্যাব ও পুলিশ জানিয়েছে যে, হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'জোরালো অভিযানের প্রস্তুতি' নিচ্ছে। কিন্তু, তাদের এই জোরালো অভিযান শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হবে, তা এখনই বলা কঠিন। কেন কঠিন, তা বুঝতে হলে ফিরে তাকাতে হবে জঙ্গল সলিমপুরের ইতিহাসের দিকে।

মাইকে ঘোষণা দিয়ে র‍্যাবকে আক্রমণ

র‍্যাবের ওপর যেভাবে হামলা চালানো হয়েছে, তার একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, কিছু লোক র‍্যাবের দুটো মাইক্রোবাসকে লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়া করছে এবং গাড়ির গ্লাস ভাঙচুর করছে, র‍্যাবকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে গুলি চালাচ্ছে। হামলাকারীরা এক পর্যায়ে র‍্যাবের কয়েকজন সদস্যকে এবং র‍্যাবের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। র‍্যাবের ওপর হামলার সময় হামলাকারীরা মসজিদের মাইকে গেট বন্ধের ঘোষণা দেয়। র‍্যাব জানায়, অন্তত ৪০০ থেকে ৫০০ জন মিলে এই হামলা চালিয়েছে। হামলায় নিহত র‍্যাব কর্মকর্তার নাম মোতালেব হোসেন ভুঁইয়া। তিনি র‍্যাব-৭ এর উপ-সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে র‍্যাব মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান মঙ্গলবার নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব হোসেনের জানাজার পর সাংবাদিকদের বলেন, "এজন্য যারা দায়ী, তাদের আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। বিচারের রায় এবং রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন পুরো বিষয়টি মনিটরিং করবে।" হামলার শিকার হওয়ার সময় র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান ঘটনাস্থলে ছিলেন না। কিন্তু খবর পাওয়ার পর তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কারা এই হামলা করেছিল? বিবিসি বাংলা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এরা ইয়াসিন গ্রুপের মানুষ...চার-পাঁচজন হত্যা মামলার আসামিকে গ্রেফতার করার জন্য গিয়েছিলাম আমরা।"

অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয় 'জঙ্গল সলিমপুর'

জঙ্গল সলিমপুর, নামটি শুনলেই মনে হয় যেন এটি দূরের কোনো দুর্গম এলাকা। কিন্তু, বাস্তবে চট্টগ্রাম শহর থেকে সেখানে যেতে সময় লাগে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ মিনিট। সীতাকুণ্ড উপজেলার ইউনিয়নটির পূর্বে হাটহাজারী উপজেলা এবং দক্ষিণে বায়েজিদ থানা। চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী এলাকা থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি। এর ঠিক বিপরীতে, লিংক রোডের উত্তর পাশে বিস্তৃত তিন হাজার ১০০ একর জায়গাজুড়ে জঙ্গল সলিমপুর নামক এলাকাটি অবস্থিত। স্থানীয় সাংবাদিক ও জেলা প্রশাসন থেকে জানা যায়, পাহাড় কেটে বানানো এই খাসজমির বাজার মূল্য বর্তমানে কয়েক হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এটি এখন 'সন্ত্রাসীদের' দখলে।

বর্তমানে সেখানে ২০-২৫ হাজার বাড়ি আছে, যাতে অন্তত এক থেকে দেড় লাখ মানুষের বসবাস এবং এদের বেশিরভাগই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে এখানে জুড়েছেন। ছিন্নমূল এইসব মানুষ বাইরের চেয়ে অনেক কম খরচে জঙ্গল সলিমপুরে থাকতে পারেন বলে সিএনজি চালক, ভ্যানওয়ালা, ট্রাকচালক থেকে শুরু করে আরও অনেক পেশাজীবীদের কাছে স্থানটি বেশ জনপ্রিয়। তবে জানা গেছে, অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারও ওখানে থাকে। তবে, এটি সবচেয়ে বেশি পছন্দের অপরাধীদের কাছে, এমনটাই বেরিয়ে এসেছে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, র‍্যাব, এমনকি স্থানীর সাংবাদিক ও মানুষদের কথাবার্তায়।

এখানকার বাসিন্দাদের এলাকায় ঢোকার জন্য আলাদা পরিচয়পত্র রয়েছে। তারা ছাড়া এখানে আর কেউ ঢুকতে পারে না এবং এই এলাকার সুরক্ষা কিংবা পাহারায় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে সেই হামলাকারী বা 'সন্ত্রাসীরা'। স্থানীয় সাংবাদিক গাজী ফিরোজ ২০২৫ সালের শেষদিকে পরিচয় গোপন করে জমি কেনার অজুহাতে জঙ্গল সলিমপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। কারণ, "ওরা দেখলেই চিনতে পারে যে, কে এলাকার, আর কে বাইরের। ওরা আমার ফিরায়ে দিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে দাঁড়ায় ছিল। আমি ছবি বা ভিডিও নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ওদের আচরণ দেখে আর সাহস করিনি," বলছিলেন তিনি। এই এলাকার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্থানীয় সাংবাদিক সোহাগ কুমার বিশ্বাস বিবিসিকে বলছিলেন, "এটি বাংলাদেশের অংশ হলেও যেন কোনো স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।" তিনি বলছিলেন, "এর দুই পাশে পাহাড়, মাঝে চিকন রাস্তা। এটিই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা দিয়েছে। একদিকে প্রবেশপথ, আরেকদিকে আছে বায়েজিদ লিংক রোড, অন্যদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও আরেক পাশে আবার ক্যান্টনমেন্ট।" জঙ্গল সলিমপুর ছাড়াও এখানে আরও দুটো নাম গুরুত্বপূর্ণ। আলীনগর ও নবীনগর। আলীনগর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে সলিমপুর। নবীনগর আর আলীনগরের দূরত্ব আবার এক কিলোমিটার। সাংবাদিকরা বলছেন, সলিমপুরের কিছুটা কাছাকাছি যাওয়া গেলেও, আলীনগর ও নবীনগর পর্যন্ত যাওয়া এখনও বেশ কঠিন কাজ। আর এই যাওয়া-আসা করার একমাত্র যানবাহন সিএনজি এবং এই সিএনজিগুলোর সামনের গ্লাসে স্টিকার সাঁটা থাকে। ওই স্টিকার না থাকলে কোনো সিএনজি চলতে পারে না। এই অঞ্চলে প্রকাশ্যে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নেই বলছেন প্রায় সবাই। তবে, এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন গ্রুপ। যেমন, ইয়াসিন গ্রুপ, রোকন গ্রুপ কিংবা রিদোয়ান গ্রুপ। র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান তো বলেছেনই যে, র‍্যাবের ওপর এবার যে হামলাটা হলো, তা করেছে এই রিদোয়ান গ্রুপই।

এদিকে, স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, সরকার পতনের আগে সলিমপুরের নিয়ন্ত্রণ ছিল মশিউর-গফুর গ্রুপের হাতে এবং এরপর গেল রোকন গ্রুপের হাতে। আর আলীনগর নিয়ন্ত্রণ করত ইয়াসিন গ্রুপ। কিন্তু সম্প্রতি ইয়াসিন গ্রুপ রোকন গ্রুপকে সরিয়ে আলীনগরের পাশাপাশি সলিমপুরের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয়। আর রিদোয়ান গ্রুপ এখন ক্ষমতায় বলয়ে নেই। এই পুরো সিস্টেমটিই এলাকাটিকে সুরক্ষিত এবং অপরাধীদের জন্য নিরাপদ করে তুলেছে।

কেন এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না?

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে এটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কখনো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে, কখনো বিভিন্ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের অজুহাতে। জেলা প্রশাসন ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে একবার র‍্যাবের সাথে 'সন্ত্রাসীদের' গোলাগুলি হয় এবং ওই বছরই সলিমপুরে অবৈধ ঘরবাড়ি উচ্ছেদ অভিযান শেষে জেলা প্রশাসনের লোকদের বাধা দেওয়া হয়। একই বছর আলীনগরে অবৈধ বসতি ভাঙতে গেলো আলীনগরের 'সন্ত্রাসীরা' পুলিশের ওপর হামলা চালায়। ওই বছরই জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের শাখা, মডেল মসজিদ, নভোথিয়েটারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু, জঙ্গল সলিমপুরের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে না থাকায় প্রকল্পগুলোর এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। আর এর পরের বছরও জেলা প্রশাসন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ করেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। জুলাই অভ্যুত্থানের পর এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানা হামলা পাল্টা-হামলা, গোলাগুলি, হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আর সাংবাদিক মারধরের ঘটনাও অহরহ ঘটে সেখানে। জানা গেছে, নব্বইয়ের দশকের বন বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির এক কর্মচারী আলী আক্কাস-ই জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড় কেটে বসতি শুরু করেন এবং গড়ে তোলেন নিজস্ব বাহিনী। তারই ধারাবাহিকতায় আজও জঙ্গল সলিমপুর থেকে আলীনগর, এই পুরো এলাকার চেকপোস্টে, পাহারায় থাকে ওই 'নিজস্ব বাহিনী' তথা 'সন্ত্রাসী'। কেউ যদি তাদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়, তাহলে তারা উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে, ককটেল নিক্ষেপ করে কিংবা প্রকাশে বা পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলি চালায়। এছাড়া, এই এলাকার মানুষের জন্য বিদ্যুৎ, পানি, শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসাব্যবস্থাও রয়েছে।

সরকার এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ না নিতে পারার পেছনে রাজনৈতিক ছত্রছায়াও মূল কারণ বলে মনে করছেন সাংবাদিকরা। কারণ জঙ্গল সলিমপুর মানে অন্তত ২০ হাজার লোকের ভোট। স্থানীয় সাংবাদিকদের অনেকেই বলছেন, ওখানে যে-সব গ্রুপ আছে, তারা কোনও দলের সাথে সরাসরি যুক্ত না হলেও, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, সাধারণত তাদের পাশেই থাকে। সেইসাথে, আরেকটি বড় বাধা হলে এখানে বসবাসরত অজস্র মানুষ।

সন্ত্রাসীদের বড় ভরসা 'মানব ঢাল'

স্থানীয় সাংবাদিকরা বলছেন, জঙ্গল সলিমপুরে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলে সাধারণ মানুষও এসে সন্ত্রাসীদের পাশে দাঁড়ায়। কারণ, নইলে তাদের এই শেষ ঠিকানাটি থাকবে না। চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. রাসেল মিয়া এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, "জঙ্গল সলিমপুরে স্থানীয় লোকজনের চেয়ে ছিন্নমূল লোকজনের সমাগম বেশি, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। তাই, খানে অভিযান চালালে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিয়ে যেতে হবে।" তার মতে, গ্রামে সবাই সমাজবদ্ধভাবে থাকে। সেখানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে। কিন্তু সলিমপুরের মানুষ ছিন্নমূল। এখানে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই।" গতকাল যদি আরও "পরিকল্পনা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে এবং আরও বেশি লোকবল নিয়ে অভিযান চালানো হতো", তাহলে হতাহতের ঘটনা এতটা হতো না বলে মনে করেন তিনি।

চটগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিয়ার সাথে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। তিনি বলছিলেন, র‍্যাব এভাবে আক্রমণের শিকার হবে, সেটি তারা বুঝতে পারেনি। "কারণ কাল র‍্যাব খুব বেশি ভেতরেও ঢুকেনি। তারা আসামিকে প্রায় ধরেছিল। মনে হচ্ছে, ইনফরমেশন লিক হয়েছে হয়ত কোনোভাবে," যোগ করেন তিনি।

তার মতে, "জঙ্গল সলিমপুর উদ্ধার করা যাবে, যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি। কিন্তু এটা করলে সেখানে অনেক মানুষ মারা যাবে। ওখানে কিছু লোক ক্রিমিনাল কিন্তু যাদের যাওয়ার জায়গা নাই, এমন অসংখ্য মানুষ ওখানে থাকে। খাস জায়গায় অনেক কম টাকায় বাসা ভাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ওরা। আমরা অভিযানে গেলে মানুষের বিপদ হবে।" তবে র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান মনে করেন, জঙ্গল সলিমপুরের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারার কোনও কারণ নেই। "নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইলে চাওয়ার মতো করে চাইতে হবে। একবার চাবেন, আবার ১০টা ভুল ধরবেন, তাহলে হবে না। সবাই মিলে চাইতে হবে। আমি যখন অভিযানে যাবো, তখন আমার পেছনে অন্যদেরকেও থাকতে হবে," বিবিসিকে জানান এই র‍্যাব কর্মকর্তা। তিনি জানান, র‍্যাবের তালিকাভুক্ত অনেক সন্ত্রাসীর বসবাস ওই জঙ্গল সলিমপুরে। তিনি বলেন যে, "ভৌগোলিক কারণেই ওখানে অভিযান পরিচালনা করা কঠিন। কিন্তু অসম্ভব কিছু না।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

২৫ জানুয়ারি থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় হর্ন বাজালে শাস্তি

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও এর নির্দিষ্ট কিছু এলাকা এবং গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকাকে নীরব এলাকা ঘোষণা করে। এসব এলাকায় হর্ন বাজানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। একইসাথে এই অপরাধের সর্বোচ্চ জরিমানা ১০ হাজার টাকা অথবা তিনমাসের কারাদণ্ড বলে জানিয়েছে পুলিশ। ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা ও তার উত্তর-দক্ষিণে দেড় কিলোমিটারে (স্কলাসটিকা স্কুল থেকে হোটেল লা মেরিডিয়ান পর্যন্ত) ওই আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে গণবিজ্ঞপ্তিতে। একইসাথে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, সিভিল এভিয়েশন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং ডিএমপির ম্যাজিস্ট্রেটরা বিশেষ মোবাইল কোর্টও পরিচালনা করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

গ্রিনল্যান্ড সংক্রান্ত শুল্ক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংলাপে বসতে সম্মত ইইউ দেশগুলো

গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতাকারী আটটি ইউরোপীয় দেশের উপর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে অব্যাহত সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার উপায় খোঁজার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলো। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ডেনমার্ক, ফ্রান্স এবং আরও ছয়টি ইউরোপীয় দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে এবং ১ জুন থেকে তা ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে বলে ট্রাম্পের ঘোষণার পর, রবিবার ইইউ রাষ্ট্রদূতরা জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানায় যে, রাষ্ট্রদূতরা ৯৩ বিলিয়ন ইউরো বা প্রায় ১০৮ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের মার্কিন আমদানিকে লক্ষ্য ধরা শুল্কের একটি প্যাকেজের পাশাপাশি, একক বাজারে মার্কিন ব্যাবসার প্রবেশাধিকার সীমিত করার জন্য তৈরি একটি প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করেন। তবে, রাষ্ট্রদূতরা তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে বরং মার্কিন প্রশাসনের সাথে অব্যাহত সংলাপ চালানো এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে সম্মত হন। সোমবার ইউরোপীয় কমিশনের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন যে, ইইউ-এর অগ্রাধিকার হলো "যোগাযোগ রাখা, উত্তেজনা বৃদ্ধি না করা এবং শুল্ক আরোপ এড়ানো।" ইইউ নেতারা বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে বৈঠক করার পরিকল্পনা করছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, তা মূল্যায়ন করার পর দৃশ্যত তারা তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে চান।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৯.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

আন্দোলনের মুখে এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক চাকরিচ্যুত

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) আন্দোলনের মুখে দুই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। 'সাধারণ শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাই'-এর ব্যানারে আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীদের দাবি, ওই দুই শিক্ষকের একজন ইসলামবিদ্বেষী, অপরজন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চাকরিচ্যুত দুই শিক্ষক হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক এ এস এম মোহসিন এবং একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লায়েকা বশীর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব ক্লাস বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে কথা বলে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো জানায়, লায়েকা বশীরের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের একাংশ প্রথমে অনলাইনে ক্ষোভ প্রকাশ শুরু করেন। এরপর সেমিস্টার বিরতি শেষে রোববার ক্লাস শুরুর প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ হয়। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জানায়, দুই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। শিক্ষক লায়েকা বশীর গতকাল সোমবার প্রথম

আলোকে বলেন, তিনি শুনেছেন তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক অব্যাহতিপত্র পাননি। তিনি জানান, 'মুখঢাকা গৃহকর্মী কর্তৃক মোহাম্মদপুরের জোড়া খুনের ঘটনার' পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ ডিসেম্বর তিনি ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি হিজাব ও নেকাবের নিরাপত্তাঝুঁকির দিকটি তুলে ধরেছিলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে পোস্ট দেননি। সেই পোস্ট নিয়ে ইউএপির প্রাক্তন কিছু শিক্ষার্থী অনলাইনে তাকে হুমকি দেন ও কুৎসা রটনা করতে থাকেন।

'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ডানপন্থি শিক্ষার্থীদের মব সন্ত্রাস'

লায়েকা বশীর বলেন, "জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারিতে ছিলাম। এ কারণে আমাকে আওয়ামী দোসর ট্যাগ দেওয়া হয়নি। তবে ইসলামবিদ্বেষী ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে অন্যায় হয়েছে।" তিনি বলেন, গতকাল সোমবার 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ডানপন্থি শিক্ষার্থীদের মব সন্ত্রাস' শিরোনামে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি দিয়েছেন তিনি। চাকরিচ্যুত এ এস মোহসিন প্রথম আলোকে বলেন, 'আওয়ামী দোসর' ট্যাগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি পক্ষ তার অপসারণ দাবি করে। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নেই জানিয়ে বলেন, "একটি উগ্র ডানপন্থি গোষ্ঠীর মবের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেছে। আমাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ না দিয়ে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।" এদিকে 'সাধারণ শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাই' ব্যানারে রোববার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'শায়খ আহমাদুল্লাহর সঙ্গে ছবি তোলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে কারণ দর্শানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হিজাব ও নেকাব পরার কারণে মুসলিম শিক্ষার্থীদের হেনস্তার অভিযোগে শিক্ষক লায়েকা বশীরের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ইসলামবিদ্বেষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে' সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীদের একজন মোহাম্মদ মারুফ হোসেন দাবি করেন, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটি অনেক ভুক্তভোগীর অভিযোগ শুনেছে, যারা 'ইসলামপন্থি পোশাক' পরার কারণে শিক্ষক লায়েকা বশীরের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু কমিটি কালক্ষেপণ করা শুরু করলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

দুই শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির বিষয়ে ইউএপির উপাচার্য কামরুল আহসান প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বা দাবির মুখে নয়, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই শিক্ষককে অপসারণ করা হয়েছে। শিক্ষক লায়েকা বশীর ফেসবুকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে পারেন, সেটা নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু সেই মত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি শ্রেণিকক্ষকে টেনে এনেছেন এবং পোশাক নিয়ে কথা বলেছেন, যা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত দিয়েছে। তার চাকরিচ্যুতির বিষয়ে শ্রেণিকক্ষকে টেনে আনার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপর শিক্ষককে অপসারণের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ' কারণে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। 'শিক্ষকের বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতাকে দঙ্গলবাজির মাধ্যমে খর্ব করা হয়েছে' ইউএপির দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। সংগঠনটি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলছে, শুধু চিন্তা ও আদর্শের পার্থক্য থাকায় সুপরিকল্পিতভাবে ও নানা অজুহাতে শিক্ষকের বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতাকে দঙ্গলবাজির মাধ্যমে খর্ব করা হয়েছে। তাছাড়া, শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার দাবি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নিন্দনীয় নজির স্থাপন করেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

আচরণবিধি ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত প্রায় সব দলের প্রার্থী

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সব প্রার্থীকেই এবার নির্বাচনি আচরণবিধি মানার অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হয়েছে। কিন্তু, অনেক প্রার্থী সে অঙ্গীকার রক্ষা করছেন না। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) প্রায় সব দলের প্রার্থীই আচরণবিধি ভাঙছেন। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর প্রতিনিধিরা ৩৯টি জেলার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ২৭ জেলায় অন্তত ৭৩ জনকে শোকজ করা হয়েছে। নোটিশ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন বিএনপির ৩৫ জন, জামায়াতে ইসলামীর ১৮, এনসিপির ৪, ইসলামী আন্দোলনের ৩ জন। এ ছাড়া, জাতীয় পার্টির ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের দু-জন, গণঅধিকার পরিষদ, খেলাফতে মজলিশ, এবি পার্টি ও লেবার পার্টির একজন করে আছেন। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন পাঁচজন। এসব নোটিশের মধ্যে ৪৪টির শুনানি বা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের সতর্ক করা হয়েছে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রার্থী ও সমর্থকদের জরিমানা করার খবর পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। কিন্তু এর আগেই বিধি ভঙ্গ করে সারা দেশে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন অনেক প্রার্থী। নির্বাচনি এলাকার পাশাপাশি, প্রচার চালানো হচ্ছে অনলাইন মাধ্যমেও। তবে এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া ও সতর্ক করার মধ্যেই সীমিত। দু-একটি ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা করা হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে ছিনতাই বেড়েছে ৩৭ শতাংশ, ডাকাতি ৪৩ শতাংশ

বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে দেশে ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয়েছে ১ হাজার ৯৩৫টি, যা তার আগের বছরের চেয়ে ৩৭ শতাংশ বেশি। ডাকাতির মামলা হয়েছে ৭০২টি। আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। চুরির মামলা বেড়েছে ১২ শতাংশ (৯ হাজার ৬৭২টি)। অন্যদিকে, অপহরণের মামলা বেড়েছে ৭১ শতাংশ (১ হাজার ১০১টি)। সব মিলিয়ে চার ধরনের অপরাধে মামলা হয়েছে ১৩ হাজার ৪১০টি, যা আগের বছরের চেয়ে ১৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ বেশি। শুধু ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। অবশ্য চুরি ও ছিনতাই বা দস্যুতার অনেক ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মামলার ঝামেলায় যেতে চান না। সেই প্রবণতা আগেও ছিল, এখনো আছে। পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র ও সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি-মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে দেশে অপরাধের চিত্র প্রায় একই রকম। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি বা অপহরণের মামলা গত বছরের তুলনায় বাড়লেও, সামগ্রিকভাবে অন্যান্য অপরাধও বেড়েছে, এমনটা নয়। মামলা বাড়ার একটি বড় কারণ, এখন মামলা করা সহজ হয়েছে, মানুষ সহজেই থানায় গিয়ে মামলা করতে পারছেন। এ ছাড়া আগে ঘটেছে, এমন ঘটনায় নতুন করে মামলা হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর বিশ্বে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত: প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর বিশ্বে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। আমরা চাই না ভবিষ্যতে কোথাও এমন জাদুঘর তৈরি করার প্রয়োজন পড়ুক। তবে যদি কখনো জাতি কোনো কারণে দিশেহারা হয়, তবে এ জাদুঘরে পথ খুঁজে পাবে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) গণভবনে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। বিকেল ৩টার দিকে জাদুঘরে পৌঁছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস ও শেখ হাসিনার ১৬ বছরের দুঃশাসনের চিত্রগুলো ঘুরে দেখেন তিনি। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় উপদেষ্টাদের মধ্যে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোর্শেদ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া গুমের শিকার পরিবারেরগুলোর সংগঠন 'মায়ের ডাকের' সমন্বয়ক সানজিদা তুলি ও গুম থেকে ফেরত ভিকটিম ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাসেম আরমান, জুলাই অভ্যুত্থানে সম্মুখ সারিতে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও হাসনাত আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর নেতৃত্বে জাদুঘরের কিউরেটর তানজীম ওয়াহাব, মেরিনা তাবাসসুম খান, জুলাই জাদুঘরের গবেষকসহ দায়িত্বশীল অন্যান্যরা আগতদের পুরো জাদুঘর ঘুরিয়ে দেখান। জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে অভ্যুত্থানের ছবি, বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, শহিদদের পোশাক, চিঠিপত্র, গুরুত্বপূর্ণ দলিল, সে সময়কার পত্রিকার কাটিং, অডিও-ভিডিওসহ নানা উপকরণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে। জাদুঘর পরিদর্শনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্মিত ১৫ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। যেখানে ফ্যাসিস্ট শাসনামলে গুম, রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত দমন-পীড়ন, বিরোধীদের ওপর হামলা এবং চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত গণহত্যার চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত হবে, এখানে এসে একটি দিন কাটানো, শিক্ষার্থীরা দল বেধে এ জাদুঘরে আসবেন। এ জাদুঘরে একটা দিন কাটালে মানুষ জানতে পারবে, কী নৃশংসতার মধ্যদিয়ে এ জাতিকে যেতে হয়েছে। এখানে যে আয়না ঘরগুলো তৈরি হয়েছে, সেখানে কিছু সময়, কয়েক ঘণ্টা অথবা একটা দিন কেউ যদি থাকতে চায়, সে যেন থাকতে পারে।"

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আয়না ঘরে বসে পরিদর্শনকারীরা উপলব্ধি করতে পারে, কী নৃশংসতার মধ্যে বন্দিরা ছিল! এ ধরনের নৃশংস ঘটনা না হওয়ার পক্ষে কীভাবে আমরা সবাই এক থাকতে পারি, সেটা মনের মধ্যে আনতে হবে। এই একটা বিষয়ে আমরা সবাই এক থাকবো যে, এ ধরনের নৃশংস দিনগুলোতে এ জাতি আর ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, নৃশংস একটা কাণ্ড হচ্ছিল। তরুণরা, ছাত্ররা এটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, প্রতিহত করেছে। তাদের কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কিছু ছিল না। সাধারণ মানুষও যে এমন নির্ভয়ে, সাহসিকতার সঙ্গে অস্ত্রের মুখে দাঁড়াতে পারে- এটাই আমাদের শিক্ষা। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীসহ জাদুঘরের কাজে নিয়োজিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী বলেন, "অল্প সময়ে এ জাদুঘরের কাজ এ পর্যায়ে এসেছে, এটা একটা রেকর্ড। এটা সম্ভব হয়েছে অনেক ছেলেমেয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে। আট মাস ধরে বিনা পারিশ্রমিকে এখানে কাজ করেছেন অনেকে। তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

যেভাবেই হোক ভোটের আগে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আগে লুট হওয়া অস্ত্র দ্রুত উদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, যেভাবেই হোক নির্বাচনের আগেই লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলাপকালে এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

ক্ষমতার জন্য নয়, মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করি : তারেক রহমান

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ক্ষমতার জন্য নয়, মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি। আমি আপনাদেরই সন্তান, আপনাদের পাশে থেকে কাজ করতে চাই। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর মহাখালী টিঅ্যান্ডটি মাঠে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এসময় তিনি কড়াইলবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারেক রহমান বলেন, খালেদা জিয়া জীবিত থাকা অবস্থায় মা-বোনদের শিক্ষার প্রসারে বিনামূল্যে নানান উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একইভাবে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে দেশবাসী বহুভাবে উপকৃত হয়েছে। কড়াইলবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি জিয়াউর রহমানের সন্তান, খালেদা জিয়ার সন্তান। কিন্তু, এই পরিচয়ের চেয়েও বড় পরিচয় হলো- আমি আপনাদেরই সন্তান। আমি বাংলাদেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করি। সবাই যেন আল্লাহর দরবারে একসঙ্গে হাত তুলে দেশের কল্যাণ কামনা করেন- তিনি দেশবাসীর প্রতি এ আহ্বান জানান। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, মা-বোনদের স্বাবলম্বী করা ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ফ্যামিলি কার্ড চালুর উদ্যোগ নিতে চাই। কৃষকদের জন্যও ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা যদি আমাদের সুযোগ দেন, আমরা এই ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়ন করবো। করাইল বস্তিবাসীর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বলেন, আমার যেমন সন্তান আছে, আপনাদেরও সন্তান আছে। আমরা চাই, করাইলের সন্তানেরা বিদেশি ভাষায় কথা বলতে শিখুক, উন্নত চিকিৎসাসেবা পাক। এজন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। ওই এলাকার আবাসন সমস্যা প্রসঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, সবাই যেন থাকার সুযোগ পায়, সেজন্য ছোট ছোট ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই এলাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। নিজের অতীত স্মৃতিচারণ করে তারেক রহমান জানান, তিনি একসময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় থাকতেন। সেই বাড়ি যেভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা ভুলে যাননি। এসব অভিজ্ঞতা থেকেই সাধারণ মানুষের কষ্ট তিনি অনুভব করেন এবং করাইলবাসীর জন্য কাজ করতে চান। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং '২৪-এর আন্দোলনে' শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে করাইলবাসীর কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, "আল্লাহ যদি রহম করেন এবং আপনারা দোয়া করেন, তাহলে আমরা এসব কাজ বাস্তবায়ন করতে পারবো।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

'হ্যাঁ' ভোটের জন্য দেশজুড়ে প্রচারণায় ব্যস্ত উপদেষ্টারা

৩৪ বছর পর ফের গণভোট। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে ভোট দিতে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সব মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও অধীন দপ্তর-সংস্থাগুলো প্রচার-প্রচারণার কাজে সম্পৃক্ত। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৮ জন উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার একজন বিশেষ সহকারী দেশব্যাপী সফর করছেন। 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে প্রচারণায় ভোটারদের কাছে নানান যুক্তি তুলে ধরছেন তারা। দেশের ৫৮টি জেলায় সপ্তাহব্যাপী এ সফরে তারা গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে ভোট দিতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন তারা। গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া উপদেষ্টাদের এ সফর চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

ভারতের চাপে আইসিসি কোনো অযৌক্তিক শর্ত চাপিয়ে দিলে মানবো না : আসিফ নজরুল

ভারতের চাপে আইসিসি কোনো অযৌক্তিক শর্ত চাপিয়ে দিলে বাংলাদেশ তা মানবে না বলে মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া এবং আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যেতে বাধ্য করা যাবে না বলেও জানান তিনি। বাংলাদেশ ভারতে না গেলে বিশ্বকাপে খেলবে স্কটল্যান্ড, ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির এমন এক খবরের বিষয়ে জানতে চাইলে আসিফ নজরুল বলেন, "আমাদের বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নেবে, এমন কোনো কথা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে শুনিনি। কথা হচ্ছে, আইসিসি যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চাপের কাছে মাথা নত করে, আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সেই অযৌক্তিক শর্ত মানবো না।" তিনি বলেন, "এর আগে এমন উদাহরণ আছে। পাকিস্তানে ভারত খেলতে যাবে না বলেছে, আইসিসি ভেন্যু পরিবর্তন করেছে। খুবই যৌক্তিক কারণে আমরা ভেন্যু পরিবর্তনের কথা বলেছি। আমাদের ওপর অযৌক্তিক চাপ তৈরি করে ভারতে খেলতে আমাদের বাধ্য করা যাবে না।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

গণভোটের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৈষম্যহীন দেশ গড়তে হবে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছেন, নতুন ভোটাররা এবারই প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচনের পাশাপাশি, রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আগামীর বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হবে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় বগুড়া সদরের ফাঁপোর পশ্চিমপাড়া এলাকায় জেলা প্রশাসন ও তথ্য অফিস আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে এই জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেন, বিগত স্বৈরাচারী সরকার সংবিধান থেকে 'হ্যাঁ-'না' ভোট বাদ দিয়েছিল। কিন্তু এবার গণভোটে ইতিবাচক রায়ের মাধ্যমে আগামী দিনে সংবিধান পরিবর্তন করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

সরকারি কর্মকর্তারা দল-প্রার্থীর প্রচারণা করলে ইসিতে অভিযোগ করুন

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কোনো সরকারি কর্মকর্তা যদি কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন, এর উপযুক্ত প্রমাণসহ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবেন। নির্বাচন কমিশন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেবে। মঙ্গলবার সুনামগঞ্জের ঐতিহ্য জাদুঘর প্রাঙ্গণে গণভোটের কার্যক্রম বিষয়ে জনসচেতনতামূলক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরোও বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকার বিগত তিনটি নির্বাচনের নামে প্রহসন করেছে। দেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি। এই প্রথম দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা অতীতে দেখেছি, ভোটকেন্দ্রে মাঠে ছাগল চড়ে বেরিয়েছে, এবার সেই সুযোগ নেই। কারণ, এবার নির্বাচন হবে ভোটারদের উৎসবমুখর পরিবেশে। এমনকি আমরা মনে করি, ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ, প্রতীক বরাদ্দ কাল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ মঙ্গলবার । নির্বাচন কমিশনের তফশিল অনুযায়ী, প্রতীক বরাদ্দ আগামীকাল বুধবার। আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা শুরু হবে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে। আজ নিশ্চিত হবে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা। আগামীকাল প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর পরশু বৃহস্পতিবার থেকেই প্রার্থীরা পুরোদমে প্রচারণায় নামতে পারবেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিষয়ে ইসির পরিপত্রে বলা হয়েছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৬ অনুচ্ছেদে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিধানে বলা হয়েছে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী তার সইযুক্ত কোনো লিখিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখ বা তার আগে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার জানিয়েছেন, নির্বাচন আয়োজন ঘিরে কমিশন কোনো ধরনের চাপের মুখে নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য 'ভিসা বন্ড' প্রযোজ্য নয়

'এফ' বা 'এম' ক্যাটাগরির ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য 'ভিসা বন্ড' প্রযোজ্য নয় বলে জানিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। মঙ্গলবার ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করে। বার্তায় জানানো হয়, কেবল ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে বি-১/বি-২ ভিসার জন্য সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত 'ভিসা বন্ড' জমা দিতে হতে পারে। তবে, শিক্ষার্থীদের জন্য এই শর্ত কার্যকর নয়। মার্কিন দূতাবাস আরও জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সংক্রান্ত সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের দূতাবাসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর আগে, সোমবার প্রকাশিত এক বার্তায় ঢাকার মার্কিন দূতাবাস জানায়, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে যারা ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বি-১/বি-২ ভিসার জন্য অনুমোদিত হবেন, তাদের সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত 'ভিসা বন্ড' জমা দিতে হতে পারে। তবে, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারির আগে ইস্যু করা বৈধ বি-১/বি-২ ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে ডিএমপি ভাগ করার চিন্তা সরকারের

রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়নে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) আওতাধীন এলাকাকে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ কিংবা একাধিক অংশে ভাগ করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস

সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। তিনি জানান, দুটি অংশে আলাদা করা হলে কাজের গতি বাড়বে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শফিকুল আলম আরও বলেন, ঢাকার আয়তনও ক্রমে বড় হচ্ছে। ঢাকা আগের সেই শহর নেই। নতুন একটি জরিপে দেখা গেছে, ঢাকা শহর এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচ্যুয়েশন ম্যানেজ করা খুবই কঠিন কাজ। শহরের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কীভাবে সহজ ও সুন্দরভাবে করা যায়, সে ব্যাপারে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বৈঠকে ডিএমপি উত্তর দক্ষিণ হবে, নাকি একাধিক অংশে ভাগ করলে ভালো হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। শফিকুল আলম আরও বলেন, আগের মডেলে এক সময় গুলশান ও মিরপুর পৌরসভা ছিল। সেই মডেল নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

আগামী নির্বাচন দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি 'কঠিন পরীক্ষা' : মির্জা ফখরুল

আগামী জাতীয় নির্বাচনকে দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি 'কঠিন পরীক্ষা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার ভাষায়, এ নির্বাচনের মধ্যদিয়েই নির্ধারিত হবে, বাংলাদেশ উদার গণতন্ত্র পথে থাকবে, নাকি উগ্রপন্থি ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির দখলে চলে যাবে। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলের ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। নির্বাচন ঘিরে দেশে 'পরিকল্পিত অপপ্রচার' চলছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চালানো হচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বিএনপি 'ল্যান্ড স্লাইড ভিক্টরি' বা ভূমিধস বিজয় অর্জন করবে- এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, জনগণই শেষ পর্যন্ত তাদের রায় দেবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

২৬ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অর্থ বিভাগের অনুমোদন লাগবে

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগে বিবেচনার জন্য যে-সব বিষয় পাঠানো বাধ্যতামূলক, সেসব বিষয়ে একটি বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃঅর্পণ সংক্রান্ত অফিস স্মারকের সঙ্গে সংযুক্ত এ তালিকায় মোট ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ খাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। অর্থ সচিব ড. মোহাম্মদ খায়েরুজ্জামান মজুমদার এতে সই করেন ১৯ জানুয়ারি। এ আদেশে পরিচালন ও উন্নয়ন- উভয় বাজেটের আওতায় আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃঅর্পণের একটি হালনাগাদ কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন এ আর্থিক ক্ষমতা আদেশ জারির তারিখ থেকেই কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নতুন আদেশ অনুযায়ী, পদ সৃষ্টি, পদ বিলুপ্তকরণ, তিন বছরের বেশি সময়ের জন্য অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, পদের বেতনক্রম, মর্যাদা ও পদবি পরিবর্তন, পদ স্থায়ীকরণ-সংক্রান্ত সব প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন সংযুক্ত অধিদপ্তর, অফিস বা সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোয় যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তকরণ বা সংশোধন এবং যানবাহন ক্রয় ও প্রতিস্থাপনের প্রস্তাবও অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে নিকারের সভা অনুষ্ঠিত

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিকার-এর ১১৯তম এবং অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদকালে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মোট ১১টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। সরকারের রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাজস্ব নীতি বিভাগ এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে দুটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে এরই মধ্যে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ- দুটিকে একত্রীকরণের মাধ্যমে 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়' পুনর্গঠন করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এছাড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়' করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তবে, এ মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম (Ministry of Women and Children Affairs) অপরিবর্তিত থাকবে। পরিবেশগত, বৈশ্বিক ঐতিহ্য, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিবেচনায় সাতক্ষীরা জেলাকে 'বি' ক্যাটাগরির জেলা থেকে 'এ' ক্যাটাগরির জেলায় উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। গাজীপুর জেলায় পূর্বাচল উত্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলায় পূর্বাচল দক্ষিণ, কক্সবাজার জেলায় মাতারবাড়ি নামে তিনটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এছাড়া, নরসিংদী জেলায় রায়পুরাকে ভেঙে আরও একটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর পাশাপাশি, ঠাকুরগাঁও জেলায় 'ভূল্লী' থানার নামের বানান সংশোধন করে 'ভুল্লী' প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন প্রতিবেদন জমা বুধবার

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সুপারিশসহ প্রতিবেদন বুধবার বিকেল ৫টায় জমা দেবে বেতন কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান সব সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ প্রতিবেদন হস্তান্তর করবেন। এসময় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত থাকবেন। মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান অর্থ উপদেষ্টা। তবে প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়ার আগে এর বিস্তারিত বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বেতন কমিশন ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন বেতন কাঠামো আংশিকভাবে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। আর পুরো কাঠামো কার্যকরের সুপারিশ করা হয়েছে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ আগামী ১ জুলাই থেকে। এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা জানান, বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান প্রতিবেদনটির বিভিন্ন দিক প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্টদের সামনে উপস্থাপন করবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

অপতথ্য মোকাবিলায় ইসির প্রস্তুতি জানতে চেয়েছেন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে অপতথ্য মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস। পাশাপাশি, নির্বাচনকেন্দ্রিক সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নিকোলাস উইকস। এ সময় ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের আখতার আহমেদ বলেন, আজ আমাদের এখানে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি এসেছিলেন। তারা মূলত, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি, দলীয় নিবন্ধনের পর আপিল প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হয়েছে, এসব বিষয় জানতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিদ্যমান তথ্য অনুযায়ী, বিষয়গুলো তাদের অবহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ২৫ জানুয়ারি আরও বিস্তারিত ব্রিফিং দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ আসাদ)

রোজার আগেই এলপিজি সংকট কেটে যাবে : জ্বালানি উপদেষ্টা

রোজার আগেই এলপিজি সংকট কেটে যাবে বলে জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানকে আশ্বস্ত করেছেন এলিপিজি অপারেটররা। সোমবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক জরুরি বৈঠকে উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন তারা। এমন এক সময় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো যখন বাজারে এলপিজি সিলিন্ডারের তীব্র সংকট। দ্বিগুণ দামেও মিলছে না সিলিন্ডার। এতে বিপাকে পড়েছেন ভোক্তারা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারে কর বাড়তে পারে ৪০% পর্যন্ত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১০-৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রত্যাহারের নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে রপ্তানিমুখী নিটওয়্যার পণ্য উৎপাদনকারীদের ৩৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ থেকে ৩৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কর পরিশোধ করতে হতে পারে। এর আগে, গত ১২ জানুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ১০-৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। এই সিদ্ধান্তের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে এইচএস কোড ৫২০৫ ও ৫২০৬-এর সুতা আমদানিতে, যা বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, পোশাক রপ্তানিকারকরা মনে করছে, এর ফলে, রপ্তানির বাজারে তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবেন না এবং রপ্তানির কার্যাদেশ হারাবেন। বর্তমানে রপ্তানিতে যে নেতিবাচক ধারা চলছে, তা আরও লম্বা এবং বড় আকার ধারণ করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের গুঞ্জন, যা বলছে অধিদপ্তর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪ হাজার ৩৮৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে গত ৯ জানুয়ারি। এতে অংশ নেওয়া পৌনে ১১ লাখেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী এখন ফলাফলের অপেক্ষায়। তবে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সব ধরনের চাকরির পরীক্ষা ও নিয়োগপ্রক্রিয়া বন্ধ রাখার দাবি উঠেছে। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে একদল চাকরিপ্রার্থী স্মারকলিপিও দিয়েছেন। এরপর থেকে গুঞ্জন উঠেছে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল আপাতত প্রকাশ করা হবে না। পাশাপাশি, নির্বাচনের আগে কোনো মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুকে বিভিন্ন চাকরির নিয়োগ ও প্রস্তুতি সম্পর্কিত গ্রুপে এ নিয়ে অসংখ্য পোস্ট ছড়িয়ে পড়েছে। আবার জালিয়াতি, অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত চালাচ্ছে- মর্মে বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র বলছে, নির্বাচন কমিশন বা সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের কোনো লিখিত বা মৌখিক নির্দেশনা তারা পাননি। পাশাপাশি প্রশ্নফাঁস, অনিয়ম ও জালিয়াতির কারণে পরীক্ষা বাতিল হতে পারে বলে যে গুজব ছড়ানো হয়েছে, তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ফল প্রস্তুতের কাজ চলছে। শিগ্‌গির প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন অধিদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

১৯৬ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় পার্টির

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ১৯৬টি সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)। আরও দু-জন প্রার্থী পেন্ডিং আছে, সেক্ষেত্রে ১৯৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে দলটির। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলের ব্যানকুয়েট হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের, দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। এ সময় নেতারা বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় জাতীয় পার্টি একটি দায়িত্বশীল ও গণমুখী নির্বাচনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ঘোষিত প্রার্থীরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

আদালতে অসুস্থ ইভ্যালির রাসেল, নেওয়া হলো হাসপাতালে

ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রাসেল আদালতে হাজিরার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে তাকে ইসিজি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রতিবেদন লেখা সময় তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

ক্ষমতায় গেলে ৫ লাখ বেকারকে ১০ হাজার করে মাসিক ঋণ দেবে জামায়াত

ক্ষমতায় গেলে শিক্ষাজীবন শেষে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সময়ে পাঁচ লাখ বেকারকে সর্বোচ্চ দুই বছর মেয়াদে, মাসিক ১০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে জামায়াত আয়োজিত 'পলিসি সামিট-২০২৬' অনুষ্ঠানে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' রাখা হবে। ট্যাক্স ও ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) বর্তমান হার থেকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদে ট্যাক্স ১৯ শতাংশ ও ভ্যাট ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। স্মার্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড চালু (এনআইডি, টিআইএন, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এক কার্ডে) করা হবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে আগামী তিন বছর শিল্পখাতে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়াবে না। এছাড়া, বন্ধ কলকারখানা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে চালু ও শ্রমিকদের ১০ শতাংশ মালিকানা দেওয়া, কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ সুবিধা, মেধা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে ১ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকা সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় দলটি। প্রতি বছর বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য ১০০ শিক্ষার্থীকে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় দলটি। তারা বলেন, গরিব ঘরের মেধাবী সন্তানও যেন হার্ভার্ড, এমআইটি, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে পড়তে পারে, সে ব্যবস্থা করা হবে। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে ইডেন ও বদরুন্নেসা কলেজ একীভূত করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। ষাটোর্ধ্ব ও পাঁচ বছরের কম বয়সীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রতিটি জেলায় বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয় জামায়াত। এছাড়া, 'ফার্স্ট থাউজেন্ড ডেইজ প্রোগ্রাম'-এর আওতায় গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শিশুর বয়স দুই বছর পর্যন্ত মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পুষ্টির নিরাপত্তাকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনার লক্ষ্যের কথাও জানিয়েছে দলটি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার অধ্যাদেশের কঠোর বাস্তবায়নের দাবি

সরকারি ও বেসরকারি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এরই মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণে অনেক প্রাপ্তি যোগ হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকার বাজেটও বরাদ্দ করেছে। সম্প্রতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুমোদিত হয়েছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে মাঠ পর্যায়ে এই অধ্যাদেশের কঠোর বাস্তবায়ন চেয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর বিএমএ ভবনে '২০টি জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অবস্থা পর্যালোচনা ও করণীয়' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট (বাটা) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাস্টের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ২০টি জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

শান্তিরক্ষায় কঙ্গোতে যাচ্ছেন বিমানবাহিনীর ৬২ সদস্য

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এভিয়েশন ট্রান্সপোর্ট ইউনিট BANATU-14, MONUSCO, DR Congo কন্টিনজেন্টের বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর মোট ৬২ জন সদস্য প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ঢাকা সেনানিবাসস্থ বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান কঙ্গোগামী কন্টিনজেন্ট (BANATU-15) সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য

দেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিমানবাহিনী প্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শৃঙ্খলা, সততা, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তথা দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনার জন্য কন্টিনজেন্ট সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। কমিশনের সাফল্য কামনায় আয়োজিত এক বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে বিমানবাহিনীর প্রিন্সিপাল, স্টাফ অফিসার, ঢাকাস্থ এয়ার অধিনায়ক এবং বিমান সদর ও ঘাঁটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০বি ও বিভিন্ন গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে MONUSCO জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিযুক্ত রয়েছে। BANATU-15 কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে থাকবেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সেলিম জাভেদ। আগামী ২৫ জানুয়ারি কন্টিনজেন্টের ৩৫ জন সদস্য হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। কন্টিনজেন্টের বাকি ২৭ জন সদস্য আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে গমন করবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানের সঙ্গে রুশ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাক্ষাৎকালে উভয়পক্ষ কুশলবিনিময় করেন। এ সময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও চেয়ারম্যানের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির, চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মাহদী আমিন এবং বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক উপস্থিত ছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়ুন কবির জানান, রাশিয়ার সঙ্গে কোনো ধরনের সরঞ্জাম বা সামরিক বিষয়ক আলোচনা হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পরিচয়ে ডিসির সঙ্গে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পরিচয় ব্যবহার করে জেলা প্রশাসকের কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অর্থ দাবি করার অভিযোগে এক পেশাদার প্রতারককে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. শামীম ওসমান (২৯)। তিনি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কিশোরপুর গ্রামের বাসিন্দা। গত সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সাভার থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান। তিনি জানান, শামীম ওসমান নিজেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরিচয় দিয়ে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে দাবি করেন যে, "রাজশাহীতে কোনো আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা যাবে না এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন সম্ভব নয়।" একইসঙ্গে তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে মাসিক 'কালেকশন' সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান এবং তার ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বরে দ্রুত ১ লাখ টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় জেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে সিআইডিকে অবহিত করে। পরে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ : ঢাকার চার থানা এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ৪০

রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এর মধ্যে মুগদা থানা ২৫ জন, মিরপুর মডেল থানা তিনজন, রূপনগর থানা নয়জন ও শের-ই-বাংলা থানা পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মুগদা থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার মুগদা থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২৫ জনকে গ্রেফতার করে থানা পুলিশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

জোটের ২৩ ও উন্মুক্ত ৬ আসনে নির্বাচন করবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২৯ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে মওলানা মামুনুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ। এর মধ্যে ১০ দলীয় নির্বাচনি জোটের ২৩ আসনে এবং উন্মুক্ত ভিত্তিতে জোটের অন্য দলের সঙ্গে ছয় আসনে নির্বাচন করবে দলটি। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলটি জানিয়েছে, "১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের সমঝোতার আলাপের ভিত্তিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিকশা প্রতীক নিয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মোট ২৯ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। এর মধ্যে ২৩টি সংসদীয় আসনে 'দশ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের' আওতায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের প্রার্থীরা এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্য ছয় আসনে জোটের অন্য দলের প্রার্থীর সঙ্গে উন্মুক্ত ভিত্তিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের প্রার্থীরা

রিকশা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেবেন। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ-৩ ও কিশোরগঞ্জ-১ আসনে খেলাফত মজলিশ, মৌলভীবাজার-৪ ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপি, ফেনী-২ আসনে এবি পার্টি এবং ফরিদপুর-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে উন্মুক্ত ভিত্তিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

গণভোটে 'না' ভোট দেওয়ার আহ্বান জিএম কাদেরের

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের আসন্ন গণভোটে 'না' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই গণভোট সংবিধানবিরোধী, অবাস্তব এবং বাস্তবায়িত হলে দেশ অস্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাবে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলের ব্যানকুয়েট হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি দলীয় নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর প্রতি এ আহ্বান জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

দুই মাসে দেশে আসবে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন এলপিজি

চলতি জানুয়ারি মাসে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৬০০ এবং ফেব্রুয়ারিতে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১০০ মেট্রিক টন এলপিজি আমদানি হবে দেশে। এই দুই মাস মিলিয়ে মোট ৩ লাখ ৫১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন এলিপিজি আমদানি হবে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে এ তথ্য জানান এলপিজি অপারেটররা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে : সিইসি

নির্বাচন কমিশনের নতুন উদ্যোগ (পোস্টাল ব্যালট) নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানান অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে ১২টা বাজিয়ে দিতো। এই পরিস্থিতিতে আপনারা (সাংবাদিকরা) পাশে আছেন বলেই মানুষ সঠিক তথ্য পাচ্ছে। সাংবাদিকরা না থাকলে আমরা এতদূর আসতে পারতাম না। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে রাজনৈতিক দলগুলোকে পোস্টাল ভোটিং সিস্টেম নিয়ে বিফ্রিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। ব্রিফিংয়ে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ, আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এবং ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সিইসি বলেন, বিশ্বের ১২২ দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা সফল হলে বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

মিরপুরে নির্বাচনি প্রচারপত্র বিলিকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষ

নির্বাচনি প্রচারপত্র বিলিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীরাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় জামায়াতের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মিরপুর মডেল থানাধীন পীরেরবাগ আল মোবারক মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও বর্তমানে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। এ বিষয়ে পুলিশের মিরপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, হাতাহাতি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির আব্দুর রহমান মূসা বলেন, দুপুরে শেওড়াপাড়ায় বিএনপি প্রার্থী মিল্টনের স্ত্রী জামায়াতের নারী কর্মীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। সন্ধ্যায় পীরেরবাগ আল মোবারক মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া জামায়াত নেতা-কর্মীদের জিম্মি করা হয় এবং মারধর হামলা করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

ইইউ ইলেকশন অবজারভেশন টিমের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইলেকশন অবজারভেশন মিশন-২০২৬ এর দু-জন বিশেষ অবজার্ভারের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা বৈঠক করেছেন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। এসময় তারা এনসিপির ইলেকশন পর্যবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ উপ-কমিটির প্রধান অ্যাড. হুমায়রা নূর ও সদস্য সচিব আরিফুর রহমান তুহিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয়পক্ষই আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজন এবং নানা শঙ্কার বিষয় নিয়ে আলাপ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

TRUMP SAYS HE WILL '100%' CARRY OUT GREENLAND TARIFFS THREAT, AS EU VOWS TO PROTECT ITS INTERESTS

Donald Trump has vowed to "100%" follow through on his threat to impose tariffs on European countries who oppose his demand to take control of Greenland. European allies have rallied around Greenland's sovereignty. Denmark's foreign minister emphasised the US president cannot threaten his way to ownership of the semi-autonomous Danish territory. UK Foreign Secretary Yvette Cooper reiterated the UK's position that the future of Greenland is for "Greenlanders and for the Danes alone" to decide. On Monday, Trump declined to rule out the use of force and insisted he would press ahead with the threatened tariffs on goods arriving in the US from the UK and seven other Nato-allied countries.
(BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

PALESTINIAN CHILDREN'S FOOTBALL PITCH FACES ISRAELI DEMOLITION ULTIMATUM

A Palestinian children's football club in the occupied West Bank faces imminent demolition despite an international campaign to save it. Its supporters say it provides a rare sporting opportunity for young Palestinian players. But Israeli insists it's been built without the necessary permits. In this deeply divided land so much is contested; from the identities and faiths of the people who live here, to every inch of the ground they stand on. Recently, that has come to include one small patch of artificial turf laid down under the shadow of the giant concrete wall that isolates Israel from my much of the occupied West Bank.
(BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

CHINA DEMANDS TALIBAN PROTECT ITS CITIZENS AFTER DEADLY KABUL BLAST

Beijing has demanded the Taliban government protect its citizens after an explosion at a Chinese restaurant in the Afghan capital Kabul killed at least seven people. Six afghans and one Chinese national were killed, and several more injured, in the blast at a Chinese restaurant in a heavily-guarded part of the city centre on Monday, officials told the media. The jihadist group Islamic State (IS) said it was behind the attack - although police in Kabul said the "nature of the explosion is unknown so far and is being investigated". China has urged its citizens not to travel to Afghanistan, where the Taliban seized control in 2021. Islamic State has claimed numerous bombings since then.
(BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

RUSSIAN STRIKES AGAIN LEAVE HALF OF KYIV WITH NO HEATING IN WINTER COLD SNAP

A large Russian aerial strike on Ukraine has again left half of Kyiv's residential buildings without heating or power as temperatures across the country continue to hover around -10C. Drones, ballistic and cruise missiles targeted several locations in Ukraine, including Kyiv, Dnipro in the centre and Odesa in the south. Air raids alerts in the capital lasted for most of the night. On Tuesday, sirens rang out again as Russian drones and cruise missiles approached the capital. President Volodymyr Zelensky said a "significant number" of targets had been intercepted. (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

ISRAELI AUTHORITIES DEMOLISH UN COMPOUND IN OCCUPIED EAST JERUSALEM

Israeli demilitarization teams, accompanied by police, have begun tearing down the headquarters of the UN's Palestinian refugee agency, Unrwa, in occupied East Jerusalem. Israel says it owns the land on which the compound stands and accuses Unrwa - the organization that provides aid, education and healthcare to Palestinians in the occupied West Bank and Gaza - of being infiltrated by Hamas. The agency has denied the allegations and says its premises are protected under international conventions. Israel's action comes in the wake of a controversial law passed last year which banned Unrwa from operating in Israel and occupied East Jerusalem. (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

FRANCE MAKES FIRST INTERESTION TARGETING SMALL BOAT CROSSINGS TO UK

French officials have made their first interception on the water as part of a new policy aimed at stopping small boats carrying illegal migrants to the UK. A so-called "taxi-boat" was boarded by French officers on Saturday on the Aa canal in Gravelines, which is on the Channel coast above Calais. It follows a change of tactics agreed in November following growing pressure from the UK government to step up interventions.
(BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

AUSTRALIA PARLIAMENT VOTES FOR TIGHTER GUN CONTROLS AFTER BONDI SHOOTING

Australia's parliament has voted in favour of sweeping gun law reforms, a month after two attackers shot 15 people dead at a Jewish festival at Bondi Beach. The bill, which includes a national gun buyback scheme and new checks on firearm licence applications, cleared the House of Representatives by 96 votes to 45, before being passed by the Senate. Home Affairs Minister Tony Burke said the Bondi gunmen would not legally have had access to firearms if such a law had been in place prior to the attack. Reforms to hate speech aimed at tackling antisemitism, also passed by the lower house on Tuesday, were expected to receive Senate approval later in the day. (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

SYRIA-SDF CEASEFIRE HANGS IN BALANCE AFTER RENEWED CLASHES, FALTERING TALKS

Tensions between the Syrian government and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) have been escalating, days after they announced a ceasefire, which is being severely tested by renewed fighting, involving the withdrawal of the latter's forces from areas west of the Euphrates River. Talks in Damascus between Syrian President Ahmed al-Sharaa and SDF leader Mazloum Abdi, also known as Mazloum Kobani, have faltered, and Abdi has returned to the northeast. Contention and a blame game have surrounded the issues of ISIL (ISIS) prisoners who escaped from al-Shaddadi prison during the fighting between the army and the SDF. Syria's Ministry of Interior said on Tuesday that 130 of 200 ISIL escapees had been recaptured. (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

IRAN 'JUST GETTING STARTED' ON PUNISHING 'RIOTERS' ARRESTED DURING PROTESTS

Iranian officials continue to promise harsh punishments for "rioters" arrested during recent nationwide protests as they trade barbs with United States President Donald Trump amid an ongoing digital blackout. "Our main work at the judiciary about the recent developments has just started," judiciary chief Gholam-Hossein Mohseni-Ejei wrote in a post on X on Monday. His comments came as the internet remains fully blocked for most people across Iran despite a very brief period of partial reconnection on Sunday. Ejei also had a meeting with President Masoud Pezeshkian and parliament chief Mohammad Bagher Ghalibaf, where the three leaders promised punishments. (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

VIETNAM'S TO LAM VOWS TO FIGHT CORRUPTION, PLEDGES 10% ECONOMIC GROWTH

Vietnam's top leader To Lam has promised to fight corruption and boost annual economic growth to more than 10% for the remainder of the decade, as he addressed a gathering of the country's governing Communist Party. In a speech before a twice-a-decade party congress on Tuesday, the secretary-general stressed that "all wrongdoings must be dealt with", while urging the party to pursue administrative reform and tackle "wastefulness and negativity" in government. Lam, 68, said Vietnam needed to cut red tape and expand global trade to protect its independence and national interests. (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

NORTH KOREA'S KIM JONG UN FIRES VICE PREMIER, PUBLICLY REBUKES OFFICIALS

North Korean leader Kim Jong Un has fired a senior official tasked with economic policy and condemned "incompetent" party members, according to state media, in a rare public rebuke of officials in the secretive state. The state-run Korean Central News Agency (KCNA) reported on Tuesday that Kim had dismissed Vice Premier Yang Sung-ho during the inauguration ceremony of the first stage of a modernisation project at the Ryongsong Machine Complex. The North Korean leader fired Yang "on the spot", KCNA said, adding that Kim considered the vice premier as "unfit to be entrusted with heavy duties". (BBC News Web Page: 20/01/26, FARUK)

:: THE END::